গল্প-০১ঃ জরুরী প্রণোদনায় খামারীর স্বপ্ন

মোছাঃ জেলি বেগম একজন পরিশ্রমী মানুষ, বয়স ৩৫ বছর। স্বামী দিনমজুর। তার বাড়ি বগুড়া সদর উপজেলার ফাঁপোর ইউনিয়নের বেলগাড়ী গ্রামে। সে একজন ডেইরী ক্যাটাগরি গরুর খামারী। জেলি বেগম ২ টি বকনা বাছুর দিয়ে খামার শুরু করে। বর্তমানে তাঁর খামারে ৪ টি গাভী আছে; এ ছাড়াও কিছু দেশী জাতের মুরগিও রয়েছে। সে নিজেই গ্রামে গ্রামে গরুর দুধ বিক্রি করে কেজিতে ৫০ টাকা দরে এবং বিক্রির টাকা দিয়ে পাঁচটি মেয়েসহ তাদের সংসার চালায়। পাশাপাশি স্বামী দিনমজুর হিসেবে কাজ করে সংসারে কিছু অর্থের যোগান দেয়। এভাবেই দিনরাত পরিশ্রম করে দিনযাপন করে যাচ্ছিল জেলি বেগম। সে জানায়, মহামারী করনার সময় তার অনেক ক্ষতি হয়েছে, মেয়েদের নিয়ে, অবলা গরুগুলোকে নিয়ে অনেক কষ্ট করেছে। "**গাইগুলো কে ঠিকমতো খাওয়াতেও পারিচ্ছিলাম না। সেই সময় বাড়িত থেকে বাহিরও হবার পারিচ্ছিলাম না। দুধ বিক্রি হসসিল না, আসিলনা কোন কামায় কারযি। কত কষ্টকরে ছল পলি লিয়ে খেয়ে না খেয়ে, গাইগুলো কে লিয়ে সেই আকালের সময় কতয়না কষ্ট করেছি**"। করোনা শুরুর বেশ কিছুদিন পর গ্রামের দোকান থেকে গুরুর জন্য বাকীতে খাবার কিনে এনেছে, এবং বলেছে দুধ বিক্রি করে দেনা শোধ করবে। এরই মধ্যে একদিন পশু হাসপাতাল থেকে একজন কর্মী বাড়িতে এসে তাঁর নাম, মোবাইল নাম্বার , ভোটার কার্ড দেখে এবং গাইগুলার ছবি তুলে নিয়ে যায়। তার কিছুদিন পর জেলি বেগম তাঁর মোবাইল এ ১০,১৪৯ টাকা পায়। সে কখনো ভাবেন নি যে, করোনায় খামারের ক্ষতির জন্য কোন রকম সহযোগিতা পাবে। আর্থিক সহোযগিতা পাওয়ায় সে আবেগ আপ্লূত হয়ে কেঁদে ফেলে; বলে "**হামি যে কি খুশি হছি। আমি কল্পনা করি নাই টাকা পাবো। আমি হামার খামার এখন বড়ো করমো**"। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। প্রণোদনার টাকার কিছু অংশ দিয়ে গরুর খাবারের দেনা শোধ করেছে এবং গরুর ঘরটাকে সে ইট বালু দিয়ে পাকা করবে বলে জানায়। জেলি বেগম জানায় গরুগুলো তাঁর আশীর্বাদ, সে স্বপ্নের মতো টাকা পেয়েছে। এখন তার স্বপ্ন হলো মেয়েদের মানুষ করা আর একজন সফল খামারি হওয়া।

গল্প-০২ঃ করোনা যুদ্ধে নাজমার জীবন জীবিকা ও একটি খামার

নাজমা বেগম একজন খামারী। তাঁর বয়স ৫২ বছর, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উঁপজেলার দিঘীর পার, খাল পাড় গ্রামে তাঁর বসবাস। বিয়ের পর থেকেই স্বামীর সংসারে ৩৬ বছর। সে শুধু নাম সই করতে জানে। তাঁদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে। নাজমার স্বামী প্রায় ১০ বছর আগে ৫টি দেশী জাতের গাভী দিয়ে খামার শুরু করে যদিও দীর্ঘসময় ধরে পারিবারিক সূত্রে স্বামী 'শেখ আলেক' প্রাণিসম্পদ (গরু, ছাগল) লালন পালনে অভ্যস্ত ছিলো। সময়ের ব্যবধানে আস্তে আস্তে খামার বড় হতে থাকে--দুই থেকে চার, চার থেকে ছয়; এছাড়াও সংকর জাতের গাভী কেনা হয়। দুজনে মিলেই খামারটি দেখাশুনা করতো। গবুর খামারের আয় এবং অন্য মানুষের জমি বর্গা চাষ করে তাদের সংসার চলত। কিন্তু **দুর্ভাগ্যজনকভাবে করোনার সময়ে হঠাৎ করেই তাঁর স্বামী মারা যায়**। একজন বিধবা নারী হিসেবে পরিবারের সমস্ত দায় দায়িত্ব এখন তাঁরই। বর্তমানে ছোট বড় ১১ টি গরু (বাছুরসহ) আছে এবং তাঁকেই খামার দেখাশুনা করতে হয়। ছেলে মেয়েরাও প্রয়োজনবোধে মাকে খামার এর প্রয়োজনীয় কাজে সহায়তা করে। এখন তাঁর সংসার চলে শুধুমাত্র এই খামারের টাকা দিয়ে। তাই রাত-দিন খামারের পিছনে অনেক শ্রম দিতে হয়। করোনায় সবচেয়ে সংকট পরিস্থিতির বর্ণনা করতে গিয়ে নাজমা বললেন **"আয় হায়, করোনার কারনে আমি দুধ বিক্রি করবার পারি নাই, মানুষরে দিয়া দিছি, ফালাইছি, গরুর জন্যে খাবার কিনবার পারি নাই, খুব অভাবে চলছি। শেষে খাওয়া দিতে পারি নাই, তাই একটা গাভী কম দামে বেইচ্চা দিছি। ভাবছিলাম আরো বেইচ্চা ফালামু। জমি বর্গা নিয়া নিজেই কৃষিকাজ কইরা খামু"**।

ঠিক এই সময়ে উপজেলা প্রানিসম্পদ অফিসের এলডিডিপি প্রকল্প থেকে তাদের নাম ঠিকানা নেয়ার জন্য লোক যায় এবং জানায় যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার খামারীদের কিছু আর্থিক প্রণোদনা দেবে। সে তার নাম, অভিভাবকের নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, মোবাইল নম্বর, তার নিজস্ব বিকাশ নম্বর দেয় এবং একটি নির্দিষ্ট ফরম-এ এসব তথ্য লিখে স্বাক্ষর নেয়া হয়। বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখে তার বিকাশ নম্বরে পনেরো হাজার (১৫,০০০/-) টাকা পাওয়ার পর বুঝতে পারল এটি তার খামারকে চলমান রাখার জন্য সহযোগিতা করা হয়েছে। প্রণোদনার টাকা পেয়ে পরিবারের এই পরিস্থিতিতে সে যেনো একটু নিঃশ্বাস পেয়েছে; তার গরুর জন্য খাবার কিনে রেখেছে এবং আরো কিছু টাকা যোগ করে একটা বকনা কিনেছে। ইতোমধ্যে সে এই প্রকল্পের মাধ্যমে

প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে কিছু কৃমিনাশক ঔষধ পেয়েছে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়ানো হয়েছে। খামারী জানায় যে, গরুগুলোর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালোই মনে হচ্ছে; ছয়মাস পর গরুগুলোকে আবার কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। যদিও তাকে আগে কখনো প্রাণিসম্পদ অফিস এ পরামর্শ নেয়া বা দোকানে যেয়ে ঔষধ কেনার কাজটি করতে হতোনা, এখন সে তা করে।

ক্রমান্বয়ে খামারী নাজমার মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবেই সে সংসারের হাল ধরে রেখেছে। এখন সে খামারটি নিয়ে স্বপ্ন দেখছে; গরুর গোয়াল ঘরটি একটু উন্নত করবে বলে পরিকল্পনা করেছে; খামারটি আরও বড় করবে; কারণ সংসার চালানোর জন্য গরুর খামারটাই এখন তার একমাত্র অবলম্বন।